HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)
D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

Ref: hrss/2023/ka/14 *Reg. No: S-12473/2016*

তারিখঃ ০৩.১০.২০২৩ ইং

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২৩ ‘এইচআরএসএস’ এর মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন।

বর্তমান সরকারের অধীনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক অনেক সাফল্য অর্জন করলেও আইনের শাসন, গণতন্ত্র ও জনগনের ভোটাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা সমাবেশ করার অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর অধিকারসহ সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে নিয়মিত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ২০২৩ সালের ১ম নয় মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, শান্তিপূর্ণ সভা সমাবেশে বাধা দেওয়া, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গায়েবি মামলা, রাজনৈতিক গ্রেফতার, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আইনবহির্ভূত আচরণ, সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ ও গ্রেফতার, সীমান্তে বিএসএফ্ কর্তৃক নিরীহ বাংলাদেশী হত্যা ও নির্যাতন, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং এইচআরএসএস এর তথ্য অনুসন্ধানী ইউনিট ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের তথ্যের ভিত্তিতে ২০২৩ সালের ১ম নয় মাসের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর এ নয় মাসে ১৪০ টি হামলার ঘটনায় ২১৮ জন সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় সন্ত্রাসীদের হামলায় সাংবাদিক গোলাম রব্বানি নাদিম নিহত হয়েছেন। গত নয় মাসে সাংবাদিক আহত হয়েছেন অন্তত ১২১ জন, লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন ৭৭ জন, হুমকির শিকার হয়েছেন ১৪ জন ও গ্রেফতার ০৫ জন। একই সময়ে আশঙ্কাজনকভাবে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর অধীনে দায়ের করা ৫৩টি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ৫৫ জন এবং অভিযুক্ত করা হয়েছে ১৪৪ জন। এছাড়া “সংখ্যালঘু” সম্প্রদায়ের উপর ১৯ টি হামলার ঘটনায় আহত হয়েছেন ২৪ জন এবং ১৪ টি মন্দির, ৩১ টি মূর্তি ও ১১৬ টি বসতবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মার্চ মাসে পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় ১ জন নিহত ও অন্তত ৬০ জন আহত হয়েছেন। এ হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ১০১টি বাড়ি ও ৩০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

গত নয় মাসে উদ্বেগজনকভাবে রাজনৈতিক সহিংসতার ৬৮৯টি ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৬০ জন ও আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৬৭৪৩ জন। যার অধিকাংশই ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের অন্তর্কোন্দল এবং বিএনপির পদযাত্রা ও সমাবেশকে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগের পাল্টা শান্তি সমাবেশ কেন্দ্রিক সংঘর্ষে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। তাছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির দ্বারা ৪২১৪ জন রাজনৈতিক গ্রেফতারের শিকার হয়, তন্মধ্যে বিএনপি-জামায়াতের ৪০৩১ জন। একই সময়ে, বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ২২৩ টি মামলায় ৭৬৪৮

জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরো ৪৫৮৪৪ জনকে অজ্ঞাত আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। এছাড়া আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকার দলীয় নেতাকর্মীদের দ্বারা বিরোধীদলীয় ১৯৯ টি সভা-সমাবেশ আয়োজনে বাধা প্রদানের ঘটনা ঘটেছে। এসময় তাদের সাথে সংঘর্ষে ২৪১৯ জন আহত এবং সমাবেশ কেন্দ্রিক ২৩৩১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়াও নির্বাচনী সহিংসতার ৪৪টি ঘটনায় নিহত হয়েছেন ০৪ জন এবং আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩৩১ জন ।

এটি উদ্বেগজনক যে, "গণপিটুনির" ৯০ টি ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৫৭ জন এবং আহত হয়েছেন ৭১ জন। এ সময়ে ১৪২ টি শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনায় গাজীপুরে শ্রমিক নেতা শহিদুল ইসলামসহ নিহত হয়েছেন ২৬ জন এবং আহত হয়েছেন ৯৯ জন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং শ্রমিকদের সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের অভাবে ১১৫ জন শ্রমিক তাদের কর্মক্ষেত্রে মারা গেছেন। এ সময়ে ১৯ টি গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় ৭ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়েছেন। এছাড়াও "ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী"(বিএসএফ) কর্তৃক ৩৯ টি হামলার ঘটনায় ১৯ জন বাংলাদেশী নিহত এবং ১৮ জন আহত ও ৭ জন গ্রেফতার হয়েছেন।

২০২৩ সালের ১ম নয় মাসে ১৯৫৯ জন নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৮২৯ জন, যাদের মধ্যে আশঙ্কাজনকভাবে ৪৭৩ জন (৫৭%) ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে ১৫৬ জন (১৯%) নারী ও শিশু গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৩৫ জনকে যাদের মধ্যে শিশু ২১ জন। ৫৯৩ জন নারী ও শিশু যৌন নিপীড়ণের শিকার হয়েছেন তন্মধ্যে শিশু ৩৩২ জন। যৌতুকের জন্য নির্যাতনের ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৫৬ জন নারী এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৫৩ জন ও আত্মহত্যা করেছেন ৬ জন। পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন ২৩৮ জন, আহত হয়েছেন ৮৫ জন এবং আত্মহত্যা করেছেন ৯১ জন নারী। এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন ৮ জন নারী। অন্যদিকে, এটি উদ্বেগজনক যে, ১৮২৭ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যাদের মধ্যে ৪১৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১৪১১ জন শিশু শারীরিক ও মানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

অনতিবিলম্বে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগনের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি আরো অবনতির দিকে যাবে। তাই "হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির" পক্ষ থেকে সরকারকে মানবাধিকার রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে এবং দেশের সকল সচেতন নাগরিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দেশি-বিদেশী মানবাধিকার সংগঠন গুলোকে আরো সোচ্চার হওয়ার আহবান জানাচ্ছে।

ধন্যবাদসহ

ইজাজুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
হিউম্যান রাইট্স সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
ইমেইল: hrssbd14@gmail.com